২০২৪ এর জুলাই-আগষ্ট মাসে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে এসডিএফ-এর উপকারভোগী পরিবারের শহীদ ও আহত সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সরকারি চাকুরিতে কোটা বিরোধী একটি আন্দোলন যা পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয় এবং সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্দোলনে সারাদেশে অনেক ছাত্র-জনতা আহত ও শহীদ হয়েছেন। এসডিএফ এর প্রকল্পভূক্ত অনেক উপকারভোগীর স্বামী/সন্তান আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং অনেকে আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, যারা ছিলেন পরিবারের একমাত্র অথবা অন্যতম উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং স্বপ্নের দিশারী। এমন ব্যক্তিকে হারিয়ে বা তার পঙ্গুত্বে পরিবারে নেমে এসেছে বিপর্যয় এবং নিভে গেছে আশার আলো। উপকারভোগী আহত ও শহীদ পরিবারগুলোকে পূনর্বাসনকল্পে এসডিএফ এককালীন আর্থিক সহায়তাসহ মানবিক সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে এসডিএফ-এর উপকারভোগী পরিবারের শহীদ সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মোঃ আবু সাঈদ (বয়স: ২৩ বছর)

পিতা: মোঃ মকবুল হোসেন, মাতা: মনোয়ারা বেগম

গ্রাম: বাবনপুর, ডাকঘর: জাফরপাড়া
উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর

বাবনপুর মধ্যপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য মনোয়ারা বেগম (পিআইপি-৯২) এর ছোট ছেলে

আবু সাঈদ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি পঞ্চম শ্রেনীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিসহ জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করেন। আবু সাঈদ রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়নরত ছিলেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক হিসাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং রংপুর অঞ্চলে কোটা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনিই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে তিনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রের মৃত্যুর পর তার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় তিনি মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছেন। আবু সাঈদের মতো মেধাবী, প্রতিবাদী, সৎ ও সাহসী একজন কে হারিয়ে জাতির অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে।

মোঃ সাগর (বয়স: ১৯ বছর)

পিতা: মোঃ সেরাজুল গাজী, মাতা: মোসাঃ সাহিদা বেগম

গ্রাম: পাড় ডাকুয়া, ইউনিয়ন: ডাকুয়া
উপজেলা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী

পাড় ডাকুয়া গ্রাম সমিতির সদস্য
মোসাঃ সাহিদা বেগম (পিআইপি-১৬১) এর ছেলে

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার উত্তরার জসিম উদ্দিন রোড এলাকায় ছাত্র ও পুলিশের সংঘর্ষের সময় গুলি এসে তার মাথায় লাগে। স্থানীয় লোকজন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাগর উলানিয়া হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৩.৯২ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শহীদ হওয়ার পর প্রকাশিত ফলাফলে পরিবার, সহপাঠী ও স্বজনদের মাঝে তাকে হারানোর কষ্ট আরও বেড়ে গেছে। সাগরের ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে সংসারের অভাব অনটন ঘুচিয়ে মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাবেন। সাগরকে হারিয়ে এখন শোকের সাগরে ভাসছে অসহায় এই পরিবারটি।

মোঃ রাজু আহমেদ (বয়সঃ ২৪ বছর)

পিতাঃ মোঃ কালাম মোল্যা, মাতাঃ নাছিমা খাতুন

গ্রামঃ আজমপুর, ডাকঘরঃ হাট জগদল
উপজেলাঃ মাগুরা সদর, জেলাঃ মাগুরা

উত্তর আজমপুর গ্রাম সমিতির সদস্য
নাছিমা খাতুন (পিআইপি নং-২৩৩) এর ছেলে

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ১৯ জুলাই-২০২৪ তারিখে নিজ কর্মস্থল ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার জননী কুরিয়ার সার্ভিসের সামনে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির মধ্যে পড়েন। এ সময় তার উরু ও কোমরে গুলি লাগে। পথচারীরা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মোঃ সুমন (বয়স: ২০ বছর)

পিতা: মোঃ কানুর রহমান, মাতা: মোছাঃ খাদিজা

গ্রাম: মধ্য বালিদিয়া, ইউনিয়ন: বালিদিয়া
উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা: মাগুরা

মধ্য বালিদিয়া গ্রাম সমিতির সদস্য
মোছাঃ খাদিজা (পিআইপি-১৬) এর ছেলে

সুমন মহম্মদপুর বিএম টেকনিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলা কমপ্লেক্স এর সামনে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মোঃ সুমনকে হারিয়ে এখন এই অসহায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মোঃ নাজমুল হাসান (বয়সঃ ১৭ বছর)

পিতাঃ ছিদ্দিকুর রহমান, মাতাঃ নাজমা বেগম

গ্রামঃ খিলা, ইউনিয়নঃ রায়শ্রী দক্ষিণ
উপজেলাঃ শাহরাস্তি, জেলাঃ চাঁদপুর

খিলা গ্রাম সমিতির সদস্য
নাজমা বেগম (পিআইপি-৮০) এর ছেলে

মোঃ নাজমুল হাসান নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ এলাকায় গাজী টায়ার ফ্যাক্টরির পার্শ্ববর্তী একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। আন্দোলন পরবর্তী সময়ে গত ২৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে তিনি গাজী টায়ার ফ্যাক্টরিতে বিশেষ কাজের জন্য প্রবেশ করলে দূর্বৃত্তদের দেয়া অগ্নিকান্ডে ফ্যাক্টরির ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হন।

মোঃ রিয়াজ (বয়সঃ ২৩ বছর)

পিতাঃ মাহমুদুল হক রাড়ী, মাতাঃ সাফিয়া বেগম

গ্রামঃ লক্ষ্মীপুর বাহেচর, ইউনিয়নঃ বড়জালিয়া
ডাকঘরঃ মোল্লারহাট, জেলাঃ বরিশাল

বাহেচর গ্রাম সমিতির সদস্য
সুমি (পিআইপি-৬২) এর দেবর

রিয়াজ বরিশালের মুলাদী সরকারি কলেজের ডিগ্রি শেষ বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার নিউমার্কেট সাইন্সল্যাব এলাকায় সংঘর্ষের সময় বাম চোখের উপরে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-এ ভর্তি হন। গত ১৭ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এই মেধাবী ছেলেকে হারিয়ে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে।

মোঃ সাইফুল ইসলাম (বয়সঃ ৩০ বছর)

পিতাঃ আলহাজ্ব সিকান্দার আলী, মাতাঃ খুদেজা খাতুন

গ্রামঃ বারৈকান্দি, ডাকঘরঃ গুজিরকোনা
উপজেলাঃ দুর্গাপুর, জেলাঃ নেত্রকোনা

বারৈকান্দি গ্রাম সমিতির সদস্য
খুদেজা খাতুন (পিআইপি-১৭৮) এর ছেলে।

মোঃ সাইফুল ইসলাম এইচএসসি পাশ করে মালয়েশিয়ায় কর্মরত ছিলেন। আন্দোলনের কিছুদিন পূর্বে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেন। আন্দোলন চলাকালীন গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকা উত্তরা আজমপুর পূর্ব থানার সামনে শরীরে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

প্রত্যেক শহীদ ব্যক্তির পরিবারকে এসডিএফ থেকে চেকের মাধ্যমে ২ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে। এসডিএফ এর ঘূর্ণায়মান ফান্ড থেকে পরিবারের গ্রহণকৃত ঋণের অপরিশোধিত কিস্তিসমূহ মওকুফ করা হবে এবং স্বাবলম্বী করার জন্য পরিবারের যোগ্য সদস্যকে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এসডিএফ কর্তৃক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে এসডিএফ-এর উপকারভোগী পরিবারের গুরুতর আহত সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মোঃ ইমন মৃধা (বয়স: ২২ বছর)

পিতা: হারিছ মৃধা, মাতা: পান্না বেগম।

গ্রাম: পূর্ব শরীফাবাদ, ইউনিয়ন: মাহিলাড়া উপজেলা: গৌরনদী, জেলা: বরিশাল।

পূর্ব শরিফাবাদ গ্রাম সমিতির সদস্য পান্না বেগম (পিআইপি-১৭১) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে বরিশাল চৌমাথা এলাকায় আন্দোলনের সময় মাথায়, হাতে এবং পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তিনি বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং সার্জারি করিয়েছেন। বর্তমানে বাড়ীতে আছেন এবং তার শরীরে ৫টি গুলি এখনো রয়েছে।

মোঃ হাসান সরদার (বয়স: ২১ বছর)

পিতা: মানিক সরদার, মাতা: নুর নাহার।

গ্রাম: পতিহার, ইউনিয়ন ও ডাকঘর: গৈলা, উপজেলা: আগৈলঝারা, জেলা: বরিশাল।

পতিহার গ্রাম সমিতির সদস্য নুর নাহার (পিআইপি-১৩) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার বাড্ডা থানার কাছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ও ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মাঝামাঝি স্থানে সংঘর্ষের সময় গুলি এসে তার ডান হাতে ও ডান পায়ে আঘাত করে এবং তিনি গুরুতর আহত হন। মোঃ হাসান সরদার বর্তমানে সাভার সিআরপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মোঃ মহিব উল্লাহ (বয়স: ২২ বছর)

পিতা: মোঃ শরিয়তুল্লাহ, মাতা: আমেনা বেগম।

গ্রাম: পশ্চিম ডাইয়া, ইউনিয়ন: মেমানিয়া, ডাকঘর: পশ্চিম ডাইয়া, উপজেলা: হিজলা, জেলা: বরিশাল।

পূর্ব গুয়াবাড়ি গ্রাম সমিতির সদস্য আমেনা বেগম (পিআইপি-১১৩) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে নারায়ণগঞ্জ চাষাড়া, ২নং রেলগেট নামক স্থানে সংঘর্ষের সময় গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। বর্তমানে ঢাকার সাভারস্থ সিআরপি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মোঃ রায়হান (বয়স: ৩০ বছর)

পিতা: কবির হোসেন, মাতা: রাজিয়া বেগম।

গ্রাম: কালোচৌ উত্তর, ইউনিয়ন: চিতোষী পূর্ব, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

কালোচৌ উত্তর গ্রাম সমিতির সদস্য রাজিয়া বেগম (পিআইপি-১৮৫) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০২ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকাস্থ যাত্রাবাড়ীর কাজলা বাসস্ট্যান্ডে পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেটে আঘাত প্রাপ্ত হন। দুটি রাবার বুলেট তার মাথায় বিদ্ধ হয়। এতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। পরবর্তীতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসার মাধ্যমে তার মাথা থেকে রাবার বুলেট বের করা হয়। এর পর তিনি শাহরাস্তি উপজেলার চিতোষী বাজারে অবস্থিত আইডিয়াল হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সাত দিন চিকিৎসা নেন। বর্তমানে তিনি নিজ বাড়িতে আছেন।

মোঃ শরিফুল ইসলাম (বয়স: ১৭ বছর)

পিতা: আনোয়ার হোসেন, মাতা: জাহানারা বেগম।

গ্রাম: ছোটতুলা, ইউনিয়ন: চিতোষী পূর্ব, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

ছোটতুলা গ্রাম সমিতির সদস্য জাহানারা বেগম (পিআইপি-৬৪) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার চিতোষী বাজারে আন্দোলনকারী ও পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় তার শরীরের উপর দিয়ে একটি গাড়ী তুলে দিলে পায়ে ক্ষত হয়ে তিনি আহত হন। তিনি চিতোষী বাজারে একটি স্থানীয় হাসপাতালে পায়ের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে বাড়িতে অবস্থান করছেন এবং তার পায়ে এখনো ব্যাথা রয়েছে।

আরমান হোসেন (বয়স: ২৩ বছর)

পিতা: মোঃ হুমায়ুন কবির, মাতা: মোসাঃ লাকি আক্তার।

গ্রাম: ছোটতুলা, ইউনিয়ন: চিতোষী পূর্ব, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

ছোটতুলা গ্রাম সমিতির সদস্য মোসাঃ লাকি আক্তার (পিআইপি-১৬) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার চিতোষী বাজারে আন্দোলনকারী ও পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় দৌড়াতে গিয়ে তার গায়ের উপর গাড়ী উঠে যায় এবং গাড়ী চাপা পড়ে তিনি পায়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। স্থানীয় চিতোষী বাজারে একটি হাসপাতালে ২ দিন ভর্তি থেকে পায়ের চিকিৎসা নেন। পরবর্তীতে ক্ষতস্থানে ইনফেকশন হলে পায়ের কিছু মাংস কেটে ফেলা হয়। তার ক্ষতস্থান এখনো শুকায়নি এবং বর্তমানে তিনি স্থানীয় ডাক্তারের চিকিৎসা নিচ্ছেন।

নাজমুল হাসান (বয়স: ২৬ বছর)

পিতা: আবুল কালাম, মাতা: নয়ন আরা বেগম।

গ্রাম: খামপাড়, ইউনিয়ন: রায়শ্রী উত্তর, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

খামপাড় গ্রাম সমিতির সদস্য নয়ন আরা বেগম (পিআইপি-১০২) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার মিরপুর-১০ এ মিছিলে গুলি ও রাবার বুলেট ছোড়া হলে ৮-১০টি রাবার বুলেটের আঘাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শরীর থেকে বুলেট বের করা হয়। একটি বুলেট তার গলায় বিদ্ধ হয় যা এখনো বের করা সম্ভব হয়নি ফলে তার গলা ব্যাথা হয়। তার চিকিৎসা চলমান আছে।

মোঃ ইস্রাফিল (বয়স: ১৫ বছর)

পিতা: মোঃ সাইফুল আলম, মাতা: মোছাঃ লাকি খাতুন।

গ্রাম: দীঘা, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা: মাগুরা।

দীঘা পশ্চিমপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ লাকি খাতুন (পিআইপি নং: ১৪৫) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মাগুরার মহম্মদপুর থানার সমানে সংঘর্ষের সময় একাধিক ছররা গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হন। তিনি মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ঢাকা সিএমএইচসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তার বাম হাতের বাহুর জয়েন্ট গুলির আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়ায় নতুন করে প্রতিস্থাপন করতে হয়েছে। বর্তমানে তিনি সাভার সিআরপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মোঃ ইমাম হোসেন (বয়স: ২০ বছর)

পিতা: মনিরুল ইসলাম, মাতা: মোসাঃ মোনয়ারা বেগম।

গ্রাম: নতুন ইসলামপুর, ওয়ার্ড নং: ০৭, ডাকঘর: ইসলামপুর, উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

নতুন ইসলামপুর গ্রাম সমিতির সদস্য মোসাঃ মোনয়ারা বেগম (পিআইপি নং-২৪৪) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার রামপুরাস্থ ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে আন্দোলনরত অবস্থায় শটগানের স্প্রিন্টার চোখে বিদ্ধ হয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। প্রথমে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং পরবর্তীতে ঢাকা সিএমএইচ হাসপাতালে ১১ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। স্প্রিন্টার বিদ্ধ হয়ে বাম চোখে ক্ষত হয়েছে ও ইনফেকশন হয়ে গেছে। বর্তমানে ডাক্তারের চিকিৎসা নিচ্ছেন।

মোঃ ইয়াছিন (বয়স: ২৪ বছর)

পিতা: মোঃ জসিম মিয়া, মাতা: মোছাঃ হালিমা খাতুন।

গ্রাম: ভূবিরচর, ইউনিয়ন: যশোদল, ডাকঘর: জাতীয় চিনিরকল, উপজেলা: কিশোরগঞ্জ সদর জেলা: কিশোরগঞ্জ।

ভূবিরচর পশ্চিম গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ হালিমা খাতুন (পিআইপি নং-২০০) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে কিশোরগঞ্জ শহরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সংঘর্ষের সময় চোখে স্প্রিন্টার বিদ্ধ হয়ে একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ৩ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

মোঃ রবিন মিয়া (বয়স: ২৪ বছর)

পিতা: মোজাম্মেল হক পল্টন, মাতা: কাজী রোকসানা।

গ্রাম: বীরদামপাড়া, ইউনিয়ন: যশোদল, ডাকঘর: জাতীয় চিনিরকল, উপজেলা: কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

বীরদামপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য কাজী রোকসানা (পিআইপি নং-১৭৪) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে নরসিংদী শহরে গার্মেন্টসের চাকুরি হতে ফেরার পথে সংঘর্ষের সময় চোখে স্প্রিন্টার বিদ্ধ হয়ে একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় ও পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। তিনি ঢাকার ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে গত ০৮ আগষ্ট ২০২৪ থেকে ১২ আগষ্ট ২০২৪ পর্যন্ত ৫ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তার একটি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে ও একটি পা অবশ হয়ে আছে। ফলে তিনি অচল অবস্থায় বর্তমানে বাড়িতে চিকিৎসাধীন আছেন।

সাগর মিয়া (বয়স: ২২ বছর)

পিতা: আলতাফ হোসেন, মাতা: শাহিনুর বেগম।

গ্রাম: উত্তর গাবুয়া, পো: কাকড়াবুনিয়া, ইউনিয়ন: কাকড়াবুনিয়া, উপজেলা: মির্জাগঞ্জ, জেলা: পটুয়াখালী।

উত্তর গাবুয়া গ্রাম সমিতির সদস্য শাহিনুর বেগম (পিআইপি-১৭১) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মিরপুর-১০ এ অবস্থিত নিজের কর্মস্থল থেকে বের হলে ছাত্র ও পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যে পড়েন। এসময় মিরপুর-২ মডেল থানার সামনে একটি রাবার বুলেট তার বুকের ডানপাশে বিদ্ধ হলে তিনি আহত হন। আহত অবস্থায় প্রথমে ঢাকার মিরপুর-১০ এর আলোক হেলথ কেয়ার-এ চিকিৎসা নেন এবং পরবর্তীতে কল্যাণপুরের ইবনে সিনা হাসপাতালে ১ মাস ৭ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। অপারেশন করে বুলেট বের করা হলেও পরবর্তীতে তার বাম হাত অকেজো হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি এবং বর্তমানে নিজ গ্রামে অবস্থান করছেন।

সিজান মাহমুদ (বয়সঃ ১৭ বছর)

পিতাঃ মোঃ রাজ্জাক, মাতাঃ রজিনা আক্তার।

গ্রামঃ দক্ষিণ গাজিপুর, ইউনিয়নঃ ৭ নং শংকর পাশা, উপজেলাঃ ভান্ডারিয়া, জেলাঃ পিরোজপুর।

দক্ষিণ গাজিপুর গ্রাম সমিতির সদস্য রজিনা আক্তার (পিআইপি-১১৮) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ২২ জুলাই ২০২৪ তারিখে পাড়ের হাট নামক স্থানে সংঘর্ষ চলাকালে হামলাকারীদের লাঠির আঘাতে আহত হন। প্রথমে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং মাথায় তিনটি সেলাই দিতে হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে খুলনাতে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে খুলনার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ডাঃ নজরুল ইসলাম-এর অধিনে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। তিনি ১০ম শ্রেনীর একজন ছাত্র।

আঃ জলিল হাওলাদার (বয়সঃ ৬১ বছর)

পিতাঃ আবদুল রব হাওলাদার, মাতাঃ মনি বেগম।

গ্রামঃ নয়াখালি, ইউনিয়নঃ গৌরিপুর, উপজেলাঃ ভান্ডারিয়া, জেলাঃ পিরোজপুর।

নয়াখালী গ্রাম সমিতির সদস্য ফিরোজা বেগম (পিআইপি-০৭) এর স্বামী।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ১৭ জুলাই ২০২৪ তারিখে নিজ কর্মস্থল ঢাকা রামপুরা টিভি সেন্টারের কাছে পুলিশের শটগান থেকে আসা গুলির ধাতব স্প্রিন্টার তার মাথার ডান পাশে এবং ডান চোখে আঘাত করে। তিনি নিকটস্থ ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন এবং পরবর্তীতে পিরোজপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তার শরীর হতে দুটি স্প্রিন্টার বের করা হয়েছে তবে শরীরে তৃতীয় স্প্রিন্টারটি এখনও আছে। তিনি রামপুরা টিভি সেন্টার সংলগ্ন বায়তুল মারুফ জামে মসজিদের একজন খাদেম।

মোঃ সুমন (বয়সঃ ৩৪ বছর)

পিতাঃ মোঃ তাহের উল্লাহ, মাতাঃ মাহফুজা বেগম।

গ্রামঃ চলতাতলী, ইউনিয়নঃ রায়পুর, উপজেলাঃ রায়পুর, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।

চলতাতলী গ্রাম সমিতির সদস্য মাহফুজা বেগম (পিআইপি-৯১) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার শ্যামলী রিং রোড এলাকায় মিছিলের সময় সংঘর্ষের মধ্যে পড়েন এবং হামলাকারিদের আঘাতে আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। প্রথমে তিনি ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজী অ্যান্ড অর্থোপেডিক রিহেবিলিটেশন এ বাসা থেকে যেয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। তিনি ঢাকার শ্যামলীস্থ বাসায় আছেন তবে অসুস্থ থাকার কারণে কোন কাজকর্ম করতে পারছেন না।

তানভীর রহমান (বয়স: ১৩ বছর)

পিতা: মোঃ তৌহিদুর রহমান, মাতা: নাজনীন সুলতানা।

গ্রাম: পূর্ব বড়রিয়া, ইউনিয়ন: বালিদিয়া, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা: মাগুরা।

পূর্ব বড়রিয়া গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ নাজনীন সুলতানা (পিআইপি-৮০) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার আমিনুর রহমান কলেজ এর সামনে রাবার বুলেট ও ছররা গুলি নিক্ষেপ করা হলে পায়ে, বুকে ও পিঠে রাবার বুলেটের আঘাত লেগে তিনি আহত হন। তিনি ফরিদপুরের ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তবে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। তিনি ৮ম শ্রেনীর ছাত্র এবং বর্তমানে নিজ বাড়িতে আছেন।

এসডিএফ থেকে প্রত্যেক গুরুতর আহত ব্যক্তির চিকিৎসার্থে ব্যয় করার জন্য চেকের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। এ টাকায় সংকুলান না হলে চিকিৎসারত আহতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হবে এবং পরিবারকে স্বাবলম্বী করার জন্য আহত ব্যক্তিকে এসডিএফ এ চাকুরির সুযোগ থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে অথবা পরিবারের যোগ্য সদস্যকে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এসডিএফ কর্তৃক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে এসডিএফ-এর উপকারভোগী পরিবারের আহত সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মোঃ সাইফুর রহমান (বয়স: ২২ বছর)

পিতা: মিজানুর রহমান, মাতা: কানিজ সাহিদা।

গ্রাম: মানিককাঠি, রহমতপুর, উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল।

মানিক কাঠি গ্রাম সমিতির সদস্য কানিজ সাহিদা (পিআইপি-৬৭) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে ঢাকার উত্তরা হাউজ বিল্ডিং এলাকায় মিছিলে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ হলে তিনি তার মধ্যে পড়ে যান এবং মানুষের পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। পরে উপস্থিত জনতা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। ঢাকার উত্তরায় শিন-শিন জাপান হাসপাতালে দুইদিন অবস্থান করে চিকিৎসা নিয়েছিলেন। বর্তমানে সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করছেন।

মোঃ আলম মিয়া (বয়স: ৪৭ বছর)

পিতা: আয়নাল হক, মাতা: ফজিলত বেগম (কমলা)।

গ্রাম: লক্ষ্মীপুর, ইউনিয়ন: বড়জালিয়া, ডাকঘর: মোল্লারহাট, উপজেলা: হিজলা, জেলা: বরিশাল।

লক্ষ্মীপুর গ্রাম সমিতির সদস্য ফজিলত বেগম (কমলা, পিআইপি-২৯) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে ঢাকার দক্ষিণ বনশ্রীর খিলগাও এলাকায় সংঘর্ষের সময় শরীরের বিভিন্ন স্থানে রাবার বুলেট বিদ্ধ হয়ে আহত হন। ঢাকার ইউনিটি এইড হাসপাতালে ৬ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বেকার ও বাড়িতে অবস্থান করছেন।

মোঃ সাইফুল ইসলাম (বয়স: ২০ বছর)

পিতা: শাহাদাত হোসেন, মাতা: মোছাঃ লাকি বেগম।

গ্রাম: পূর্ব লক্ষ্মীপুর, ডাকঘর: দশমিনা, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী।

মধ্য লক্ষ্মীপুর গ্রাম সমিতির সদস্য লাকি বেগম (পিআইপি-১৪৯) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ২৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে ধানমন্ডিতে অবস্থিত নিজের কর্মস্থল ফিলিপ মরিস টোবাকো লিঃ থেকে বাসায় ফেরার পথে এ্যালিফ্যান্ট রোডস্থ কাঁটাবন সিগন্যাল এর সামনে পৌঁছালে সংঘর্ষ ও গোলা-গুলির মধ্যে পড়েন। এ সময় তার বুকের ডানপাশে ও বাম পায়ের গোড়ালির হাড়ে রাবার বুলেটের আঘাত লাগে এবং সাথে সাথে তার ডানপায়ের গোড়ালীর হাড় ফেটে যায়। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে জরুরি বিভাগ থেকে তাকে চিকিৎসা দেয়া হয়। বর্তমানে সুস্থ হয়ে নিজ গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। তবে হাটাচলা করলে বা বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকলে পায়ের গোড়ালির আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ব্যথা অনুভব করেন।

সাজিত শেখ (বয়স: ১৭ বছর)

পিতা: ওমর আলী শেখ, মাতা: মোসাঃ আফরোজা বেগম।

গ্রাম: দক্ষিণ নামাজপুর, ইউনিয়ন: নামাজপুর, উপজেলা: পিরোজপুর সদর, জেলা: পিরোজপুর।

দক্ষিণ নামাজপুর গ্রাম সমিতির সদস্য মোসাঃ আফরোজা বেগম (পিআইপি-৬৪) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজের সামনে আন্দোলন চলাকালীন ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াকালে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার সময় পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আহত হন। তার পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলের নখ উঠে গেছে। তিনি পিরোজপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এখন কিছুটা সুস্থ আছেন এবং নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন।

রাকিব হোসেন (বয়স: ২২ বছর)

পিতা: আনোয়ার হোসেন, মাতা: রৌশনারা বেগম।

গ্রাম: মনিপুর, ইউনিয়ন: চিতোষী পূর্ব, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

পূর্ব মনিপুর গ্রাম সমিতির সদস্য রৌশনারা বেগম (পিআইপি-১৯২) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে ঢাকার শনির আখড়া এলাকায় পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেটে আহত হন। নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে বুলেট বের করা হয় এবং পরবর্তীতে গ্রামের বাড়িতে এসে স্থানীয় ডাক্তার-এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে ঔষধ গ্রহণ করছেন কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হননি।

মোঃ সোহেল রানা (বয়স: ২১ বছর)

পিতা: মোঃ মাহাবুর রহমান, মাতা: শিল্পী আক্তার।

গ্রাম: উত্তর গয়াবাড়ি, ডাকঘর: গয়াবাড়ী, উপজেলা: ডিমলা, জেলা: নীলফামারী।

উত্তর গয়াবাড়ি গ্রাম সমিতির সদস্য শিল্পী আক্তার (পিআইপি-৪৮) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে বিকাল ৫.৩০ ঘটিকায় নরসিংদী জেলায় তিনি বাম পায়ের হাটুর নীচে গুলিতে আঘাত প্রাপ্ত হন। প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫ দিন চিকিৎসা নেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ৪ দিন চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। বর্তমানে নিজ বাড়ীতে আছেন, তবে ভালভাবে হাঁটা চলা করতে পারছেন না।

জাহেদ হোসেন (বয়স: ২৫ বছর)

পিতা: অহিদুর রহমান, মাতা: কুসুম আক্তার।

গ্রাম: ছোটতুলা, ইউনিয়ন: চিতোষী পূর্ব, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

ছোটতুলা গ্রাম সমিতির সদস্য কুসুম আক্তার (পিআইপি-১৩) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার চিতোষী বাজারে আন্দোলনকারী ও পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় দৌড়াতে গিয়ে গাড়ীর সাথে ধাক্কা লেগে পা ভেঙ্গে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হন। তাৎক্ষণিক তিনি চিতোষী বাজারের একটি স্থানীয় হাসপাতালে যেয়ে পায়ের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এখন বাড়িতে অবস্থান করছেন।

সাইফুল ইসলাম জিলানী (বয়স: ২০ বছর)

পিতা: মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, মাতা: রেখা বেগম।

গ্রাম: আহম্মদনগর, ইউনিয়ন: রায়শ্রী দক্ষিণ, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

আহম্মদনগর গ্রাম সমিতির সদস্য রেখা বেগম (পিআইপি-১৫২) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে শাহরাস্তি উপজেলার দোয়াভাঙ্গা এলাকায় পুলিশ-আন্দোলনকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে পিচঢালা রাস্তায় পড়ে গিয়ে হাটুসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আহত হন। তাৎক্ষণিক তিনি নিকটস্থ ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি একটি ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে কাজ করছেন। বর্তমানে কাজ করার সময় হাটুতে ব্যাথা হয়।

আশরাফুল ইসলাম (বয়স: ১৯ বছর)

পিতা: সফিকুল ইসলাম, মাতা: রেখা বেগম।

গ্রাম: চাঁন্দল, ইউনিয়ন: চিতোষী পূর্ব, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

চাঁন্দল গ্রাম সমিতির সদস্য রেখা বেগম (পিআইপি-১২৫) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে শাহরাস্তি উপজেলার কালিবাড়ি এলাকায় পুলিশ-আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় তিনি হাতে আঘাত প্রাপ্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাকে শাহরাস্তি উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার হাতে ৪টি সেলাই দেয়া হয়। নিজ এলাকায় পাইপ ফিটিংস-এর কাজ করছেন। বর্তমানে তার হাতের একটি আঙ্গুল অবশ রয়েছে।

আল আমিন (বয়স: ১৬ বছর)

পিতা: মোস্তফা কামাল, মাতা: ফাতেমা বেগম।

গ্রাম: দাদিয়াপাড়া, ইউনিয়ন: রায়শ্রী উত্তর, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

দাদিয়াপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য ফাতেমা বেগম (পিআইপি-২৩) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০২ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায় পুলিশ-আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের সময় রাবার বুলেট ছোড়া হলে ঘাড়ে পাঁচটি রাবার বুলেটের আঘাত লেগে তিনি আহত হন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর স্থানীয় জনতা তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে তিনি ২ দিন চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে নিজ গ্রামে চলে যান এবং বর্তমানে বাড়িতে আছেন।

মোঃ মহসিন (বয়স: ২৭ বছর)

পিতা: আবুল কামাল, মাতা: সেলিনা বেগম।

গ্রাম: খিলা, ইউনিয়ন: রায়শ্রী দক্ষিণ, উপজেলা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

খিলা গ্রাম সমিতির সদস্য সেলিনা বেগম (পিআইপি-১৯) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে বেলা ১ টার দিকে ঢাকার মিরপুর-১০ এলাকায় আন্দোলনকারীদের মিছিলে গুলি ও রাবার বুলেট ছোড়া হলে শরীরে রাবার বুলেটের আঘাত লেগে তিনি আহত হন। ডাক্তার তার শরীর থেকে বুলেট বের করেন। পরবর্তীতে ইনফেকশন হলে তিনি ২ দিন হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে মোঃ মহসিন পুরোপুরি সুস্থ নন। বুলেটের ক্ষতস্থানে ইনফেকশন হবার কারনে সেখানে তার যন্ত্রণা হয়।

রকিবুল (বয়স: ২৬ বছর)

পিতা: মোঃ ইন্তাজ মোল্যা, মাতা: মোসাঃ রহিমা খাতুন।

গ্রাম: নাগড়া, পোষ্ট অফিস: দীঘা, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা: মাগুরা।

নাগড়া গ্রাম সমিতির সদস্য মোসাঃ রহিমা খাতুন (পিআইপি নং: ৭৬) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মাগুরার মহম্মদপুর থানার সামনে সংঘর্ষের সময় রাবার বুলেট ও ছররা গুলির আঘাতে আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বাবুখালীর কোমরপুরে পল্লী চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিয়েছেন। তিনি পেশায় একজন ভ্যান চালক এবং বর্তমানে সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করছেন।

মোঃ আজাদ মিয়া (বয়স: ২৯ বছর)

পিতা: মোঃ ফরিদ মোল্যা, মাতা: মোছাঃ লিচু বেগম।

গ্রাম: নাগড়া, পোষ্ট: দীঘা, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা: মাগুরা।

নাগড়া গ্রাম সমিতির সদস্য লিচু বেগম (পিআইপি নং: ৬৩) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মাগুরার মহম্মদপুর থানার সামনে সংঘর্ষের সময় রাবার বুলেট ও ছররা গুলির আঘাতে আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বাবুখালীর কোমরপুরে পলী চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি ট্রলি চালক হিসেবে কাজ করছেন এবং বর্তমানে নিজ বাড়িতে আছেন।

মোঃ হোসেন মোল্লা (বয়স: ২৪ বছর)

পিতা: মোঃ রাশেদ মোল্লা, মাতা: হালিমা বেগম

গ্রাম: নাগড়া, পোষ্ট অফিস: দীঘা, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা: মাগুরা।

নাগড়া গ্রাম সমিতির সদস্য হালিমা বেগম (পিআইপি নং: ২৩) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মাগুরার মহম্মদপুর থানার সামনে সংঘর্ষের সময় রাবার বুলেট ও ছররা গুলি লেগে তিনি আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বাবুখালীর কোমরপুরে পল্লী চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ভ্যান চালক এবং বর্তমানে সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করছেন।

মোঃ পাপ্পু শেখ (বয়স: ২৬ বছর)

পিতা: আবির হোসেন, মাতা: শাহিদা।

গ্রাম: পূর্ব বড়রিয়া, ইউনিয়ন: বালিদিয়া, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা: মাগুরা।

পূর্ব বড়রিয়া গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ মিম খাতুন (পিআইপি-১১৫) এর স্বামী।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার আমিনুর রহমান কলেজ এর সামনে সংঘর্ষের সময় রাবার বুলেট ও ছররা গুলি নিক্ষেপ করা হলে বাম পায়ে, বুকে ও পিঠে গুলির আঘাত লেগে তিনি আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক এর নিকট থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। তিনি পেশায় একজন ভ্যান চালক এবং বর্তমানে নিজ বাড়িতে আছেন।

মোঃ রাকিবুল ইসলাম (বয়স: ১৩ বছর)

পিতা: মোঃ জুয়েল শেখ, মাতা: মোছাঃ রুপালী খাতুন।

গ্রাম: পূর্ব বড়রিয়া, ইউনিয়ন: বালিদিয়া, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা: মাগুরা।

পূর্ব বড়রিয়া গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ সোনাই বিবি (পিআইপি-৭৮) এর নাতী।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার আমিনুর রহমান কলেজ এর সামনে সংঘর্ষের সময় পুলিশ রাবার বুলেট ও ছররা গুলি নিক্ষেপ করলে পায়ে, পিঠে, বুকে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক এর নিকট থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন তবে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি।

হাফিজুল ইসলাম (বয়স: ২৫ বছর)

পিতা: আখতারুজ্জামান, মাতা: হাবিবা খাতুন।

গ্রাম: আখিড়াপাড়া, ডাকঘর: চাঁন্দাশ, উপজেলা: মহাদেবপুর, জেলা: নওগাঁ।

আখিড়াপাড়া গ্রাম সমিতির (এসআইপিপি-২ প্রকল্প) সদস্য হাবিবা খাতুন (পিআইপি-৩৯) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে ঢাকার বাড্ডা, রামপুরাস্থ এলাকায় সংঘর্ষের সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি ঢাকার রামপুরাস্থ বনশ্রীর এ্যাডভান্স হাসপাতালে ৩ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। হাফিজুল ইসলাম ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভারসিটিতে সিএসই বিষয়ে অধ্যয়নরত আছেন।

মোঃ তারিফ আহমেদ তুহিন (বয়স: ১৮ বছর)

পিতা: মোঃ সেকেন্দার আলী, মাতা: আকলিমা আক্তার।

গ্রাম: বীরদামপাড়া, ইউনিয়ন: যশোদল, ডাকঘর: জাতীয় চিনিকল, উপজেলা: কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

বীরদামপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য আকলিমা আক্তার (পিআইপি নং ৬৭) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে কিশোরগঞ্জ স্টেশন রোডে তুহিন স্প্রিন্টার বিদ্ধ হন ও ধারালো অস্ত্র দ্বারা হাতে আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি কিশোরগঞ্জের পদ্মা জেনারেল হাসপাতাল ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

মোঃ হানিফ মিয়া (বয়স: ৩৬ বছর)

পিতা: মোঃ আবু তালেব, মাতা: জোসনা খাতুন।

গ্রাম: মৈশাখালী, ইউনিয়ন: বৌলাই, ডাকঘর: বৌলাই, উপজেলা: কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

মৈশাখালী গ্রাম সমিতির সদস্য আমেনা (পিআইপি নং ১০২) এর স্বামী।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ ইং তারিখে কিশোরগঞ্জ-এর শহীদী মসজিদ এলাকায় আন্দোলনের সময় শটগানের স্প্রিন্টার বুকে ও পায়ে বিদ্ধ হয়ে মোঃ হানিফ মিয়া আহত হন। তিনি কিশোরগঞ্জের পুরাতন থানা এলাকায় ডালিম মেডিকেল হল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

মোঃ সরোয়ার (বয়স: ২৩ বছর)

পিতা: মোঃ আবু তালেব, মাতা: জোসনা খাতুন।

গ্রাম: মৈশাখালী, ইউনিয়ন: বৌলাই, ডাকঘর: বৌলাই, উপজেলা: কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

মৈশাখালী গ্রাম সমিতির সদস্য জোসনা খাতুন (পিআইপি নং ২৪৫) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে কিশোরগঞ্জ-এর শহীদী মসজিদ এলাকায় শটগানের স্প্রিন্টার বুকে ও পায়ে বিদ্ধ হয়ে তিনি আহত হন। মোঃ সরোয়ার কিশোরগঞ্জের পুরাতন থানা এলাকায় ডালিম মেডিকেল হল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

মোঃ রাকিব মিয়া (বয়স: ১৯ বছর)

পিতা: মোঃ আঃ রহিম, মাতা: মোছাঃ রিনা আক্তার।

গ্রাম: পাঁচ কাহনিয়া, ইউনিয়ন: ৬নং বড়িবাড়ী, উপজেলা: ইটনা, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

পাঁচ কাহনিয়া মধ্য গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ রিনা আক্তার (পিআইপি নং ৫০) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকায় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সংঘর্ষের সময় চোখ, কান, কপাল, মাথা ও বুকে স্প্রিন্টার ও গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি ঢাকার বিডিল্যাব হেলথ কেয়ার এ চিকিৎিসা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি শের-ই-বাংলা নগরে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ৩ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। বর্তমানে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

মোঃ ফাইজুল মিয়া (বয়স: ১৫ বছর)

পিতা: মোঃ আনজু মিয়া, মাতা: মদিনা বেগম।

গ্রাম: পাঁচ কাহনিয়া, ইউনিয়ন: ৬ নং বড়িবাড়ী, উপজেলা: ইটনা, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

পাঁচ কাহনিয়া মধ্য গ্রাম সমিতির সদস্য মদিনা বেগম (পিআইপি নং ৪৭) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকায় বসুন্ধরা এলাকায় সংঘর্ষের সময় মোঃ ফাইজুল মিয়া ডানপায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তিনি করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স এ চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে অবস্থান করে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন।

▷▷ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে এসডিএফ-এর উপকারভোগী পরিবারের আহত সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মোঃ নাসির উদ্দিন (বয়স: ৪৫ বছর)

পিতা: মৃত আঃ আহাদ, মাতা: খোকন আক্তার।

গ্রাম: পাঁচ কাহনিয়া, ইউনিয়ন: বড়িবাড়ী, উপজেলা: ইটনা, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

পাঁচ কাহনিয়া মধ্য গ্রাম সমিতির সদস্য পারভীন আক্তার (পিআইপি নং ১৪৫) এর স্বামী।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বিগত ০৩ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার সাভার এলাকায় সংঘর্ষের সময় বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি আহত হন। মোঃ নাসির উদ্দিন করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সুস্থ অবস্থায় আছেন এবং সাভারে মাছের ব্যবসা করেন।

মোঃ দিদার মিয়া (বয়স: ৩০ বছর)

পিতা: পালন মিয়া, মাতা: জোলেকা খাতুন।

গ্রাম: পাঁচ কাহনিয়া, ইউনিয়ন: বড়িবাড়ী, ডাকঘর: কাজলা, উপজেলা: ইটনা, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

পাঁচ কাহনিয়া মধ্য গ্রাম সমিতির সদস্য জোলেকা খাতুন (পিআইপি নং ১১৬) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকায় বসুন্ধরা এলাকায় মোঃ দিদার মিয়া বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তিনি করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স-এ চিকিৎসা গ্রহণ করে এখন সুস্থ আছেন। বর্তমানে ঢাকায় বেসরকারি সংস্থায় চাকুরী করছেন।

মোঃ হাসিবুল্লাহ (বয়স: ১৫ বছর)

পিতা: মোঃ হাবিবুর রহমান, মাতা: মোছাঃ শামছুন্নাহার।

গ্রাম: বিরাটভিটা, ইউনিয়ন: চৌগাংগা, ডাকঘর: কাজলা, উপজেলা: ইটনা, জেলা: কিশোরগঞ্জ।

চৌগাংগা গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ শামছুন্নাহার (পিআইপি নং ২১৭) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে কিশোরগঞ্জ স্টেশন রোড এলাকায় সংঘর্ষের সময় বাম হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি আহত হন। মোঃ হাসিবুল্লাহ কিশোরগঞ্জ-এর নিউ লাইফ হাসপাতাল তাড়াইল লিঃ এ চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে সুস্থ আছেন এবং মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত।

মোঃ আবু আক্কাস (বয়স: ১৯ বছর)

পিতা: মোঃ শাহজাহান, মাতা: মোসাঃ রাবিয়া আক্তার।

গ্রাম: কুলিয়াটি দক্ষিণপাড়া, উপজেলা: মদন, জেলা: নেত্রকোণা।

কুলিয়াটি দক্ষিণপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য মোসাঃ রাবিয়া আক্তার (পিআইপি নং-২০০) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে মদন উপজেলার মগরা নদীর উপর নির্মিত ব্রীজে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের সময় হাতে, পায়ে গুলি ও পিঠে পুলিশের লাঠির আঘাতে তিনি আহত হন। এছাড়া তিনি মাথায় ইটের আঘাত প্রাপ্ত হন। স্থানীয় ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে বর্তমানে সুস্থ হয়ে নিজ এলাকায় আছেন। তিনি একজন ডিগ্রী ১ম বর্ষের ছাত্র।

মোঃ মানিক মিয়া (বয়স: ২০ বছর)

পিতা: মৃত হাবিব মিয়া, মাতা: হারুলা আক্তার।

গ্রাম: কুলিয়াটি দক্ষিণপাড়া, উপজেলা: মদন, জেলা: নেত্রকোণা।

কুলিয়াটি দক্ষিণপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য হারুলা আক্তার (পিআইপি নং-১৫৫) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে মোঃ মানিক মিয়া মদন উপজেলা মগরা নদীর উপর নির্মিত ব্রীজে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে হাতে গুলি ও পায়ে লাঠির আঘাতে আহত হন। তিনি স্থানীয় ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি একজন ১০ম শ্রেণীর ছাত্র এবং সুস্থ হয়ে নিজ এলাকায় অবস্থান করছেন।

মোঃ জাবের হোসেন (বয়স: ১৭ বছর)

পিতা: মোঃ হুমায়ুন কবির, মাতা: মোসাঃ জুলেখা আক্তার।

গ্রাম: কুলিয়াটি দক্ষিণপাড়া, উপজেলা: মদন, জেলা: নেত্রকোণা।

কুলিয়াটি দক্ষিণপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য মোসাঃ জুলেখা আক্তার (পিআইপি নং-১৪১) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে আন্দোলন চলাকালে মদন উপজেলা মগরা নদীর উপর নির্মিত ব্রীজে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে হাতে ও উরুতে গুলি, বাম পায়ের পাতায় কুড়ালের কোপ ও বুকে ইটের আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আহত হন। মোঃ জাবের হোসেন স্থানীয় ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি ২০২৪ সালে হাজী আব্দুল আজিজ খান ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। বর্তমানে সুস্থ হয়ে নিজ এলাকায় অবস্থান করছেন।

▷▷ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে এসডিএফ-এর উপকারভোগী পরিবারের আহত সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মোঃ নুর আলম (বয়স: ৪১ বছর)

পিতা: মোঃ নায়েব আলী, মাতা: আবেয়া বেগম।

গ্রাম: পূর্ব ইটাপোতা, ডাকঘর: মোগলহাট, উপজেলা: লালমণিরহাট, জেলা: লালমণিরহাট।

পূর্ব ইটাপোতা গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ বছিরণ বেগম (পিআইপি-২১১) এর স্বামী।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় মোঃ নুর আলম রাবার বুলেটের আঘাতে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন। আহত অবস্থায় তিনি ঢাকার মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ০৮ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে লালমণিরহাট ২৫০ শয্যা হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। গত ২১ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে রাবার বুলেট বের করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ২ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন। বর্তমানে কিছুটা সুস্থ হয়ে ঢাকায় রিক্সা চালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

সৌরভ কুমার (বয়স: ২২ বছর)

পিতা: মনিন্দ্র নাথ রায়, মাতা: সোহেলী রানী রায়।

গ্রাম: বস্তিখাটামারী, ডাকঘর: কুলাঘাট, উপজেলা ও জেলা: লালমণিরহাট।

বস্তিখাটামারী গ্রাম সমিতির সদস্য সোহেলী রানী রায় (পিআইপি-৩১) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে কুড়িগ্রাম শাপলা চত্বরের সামনে সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের রাবার বুলেটে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আহত হন। তিনি লালমনিরহাট কুলাঘাটের ফুলবাড়িয়া রোডের ডক্টরস মেডিসিন কর্ণার থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে মোটামুটি সুস্থ আছেন। তিনি কুড়িগ্রাম কলেজের একজন শিক্ষার্থী।

মোঃ রশিদুল ইসলাম (আসলাম) (বয়স: ১৯ বছর)

পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতা: আছিয়া বেগম।

গ্রাম: ছোট খাটামারি হাজীপাড়া, ডাকঘর: জয়মণিরহাট, উপজেলা: ভুরুঙ্গামারী, জেলা: কুড়িগ্রাম।

ছোট খাটামারি হাজীপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য আছিয়া বেগম (পিআইপি-৭২) এর ছেলে এবং
ঐ সমিতির একজন যুব সদস্য।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ভুরুঙ্গামারী থানার সামনে শিক্ষার্থী ও পুলিশের সংঘর্ষের সময় পা, মাথা ও পিঠে রাবার বুলেটের আঘাত লেগে তিনি আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি ভুরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স-এ চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে বাড়িতে অবস্থান করছেন এবং বাড়ির কাজের পাশাপাশি কলেজে পড়াশুনা করছেন।

মোঃ রাশেদ বাবু (আশিক) (বয়স: ১৪ বছর)

পিতা: মোঃ জয়নুদ্দিন, মাতা: মোছাঃ রাশেদা বেগম।

গ্রাম: ছোট খাটামারি হাজীপাড়া, ডাকঘর: জয়মণিরহাট, উপজেলা: ভুরুঙ্গামারী, জেলা: কুড়িগ্রাম।

ছোট খাটামারি হাজীপাড়া গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ রাশেদা বেগম (পিআইপি-৬৭) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ভুরুঙ্গামারী থানার সামনে শিক্ষার্থী ও পুলিশের সংঘর্ষের সময় রাবার বুলেটের আঘাতে আহত হন। মোঃ রাশেদ বাবু ভুরুঙ্গামারী উপজেলার স্থানীয় সীমান্ত হসপিটাল এন্ড ডিজিটাল ডায়াগনোসিস এ চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছেন।

মোঃ এনামুল হক (বয়স: ৩৩ বছর)

পিতা: আঃ জলিল মিয়া, মাতা: মৃত আর্জিনা বেগম।

গ্রাম: গোপালপুর নয়াহাইলা, ডাকঘর: ভুরুঙ্গামারী, উপজেলা: ভুরুঙ্গামারী, জেলা: কুড়িগ্রাম।

গোপালপুর নয়াহাইলা গ্রাম সমিতির সদস্য মোছাঃ ফাজিলা বেগম (ছোট মায়ের খানাভূক্ত, পিআইপি-১৯০) এর ছেলে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গত ০৪ আগষ্ট ২০২৪ তারিখে ভুরুঙ্গামারী থানার সামনে শিক্ষার্থী ও পুলিশের সংঘর্ষের সময় পা, পিঠ ও হাতে রাবার বুলেটের আঘাতে আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি ভুরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স-এ চিকিৎসা গ্রহণ করেন। বর্তমানে ঢাকায় একটি পোশাক তৈরী ফ্যাক্টরিতে কাজ করছেন।

এসডিএফ থেকে প্রত্যেক আহত ব্যক্তির চিকিৎসার্থে ব্যয় করার জন্য চেকের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। পরিবারকে স্বাবলম্বী করার জন্য আহত ব্যক্তিকে এসডিএফ এর চাকুরীর সুযোগ থাকলে অগ্রাধীকার দেয়া হবে অথবা পরিবারের যোগ্য সদস্যকে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এসডিএফ কর্তৃক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)

বাড়ী# ২২/২২, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ৮৮০-২-৪১০২২৫২১-৪, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৪১০২২৫২৫

ইমেইল: info@sdfbd.org

ওয়েবসাইট: www.sdfbd.org

প্রকাশ: নভেম্বর ২০২৪